MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ডিসেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

নীতি-আদর্শের ঘাটতি দুর্বলতা, সঠিক প্রয়োগের অসামর্থতা সুবিধাবাদীতার জন্ম দেয়

[দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখ দেয়া বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এর সাক্ষাৎকার প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ভ্যানগার্ডে পুর্নমুদ্রণ করা হলো]

বাংলাদেশ প্রতিদিন : বাম রাজনৈতিক দলগুলোর অতীত সাংগঠনিক ভিত্তি কেমন ছিল?

কমরেড খালেকুজ্জামান : বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্বকালে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও বামধারা শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারা ছিল। বড় ধরনের কিছু তাত্ত্বিক ভ্রান্তি, অবস্থাভেদে বাস্তব কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল নিতে না পারা, শাসক শ্রেণির দমন-পীড়ন ও মতাদর্শিক সংঘাতে দ্বন্দ্ব সমন্বয় ঠিকভাবে করতে না পারা-সবকিছু মিলে বামপন্থার সংগঠনের দুর্বলতা এসেছে। এর সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অভিঘাতও রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা কেমন?

কমরেড খালেকুজ্জামান : বর্তমান ঘাটতি দুর্বলতার পাশাপাশি বিকাশ সম্ভাবনাও উত্তোরোত্তর দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দলগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে কিনা?

কমরেড খালেকুজ্জামান : কোথায়ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্ষয়িষ্ণুতা আবার কোথায়ও বিকাশ উত্তরণের বাস্তবতা দুটোই রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : সুবিধাবাদী রাজনীতির সঙ্গে দলগুলো যুক্ত হচ্ছে কিনা? বাম দলগুলো নীতি আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে কিনা?

কমরেড খালেকুজ্জামান : নীতি-আদর্শের ঘাটতি দুর্বলতা, নীতির সঠিক প্রয়োগের অসামর্থতা সুবিধাবাদীতার জন্ম দেয়। সে পরিস্থিতিতে কিছু দল বা ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কিংবা বিভ্রান্তিতে আদর্শবাদীতার কঠিন সংকল্প সংগ্রামের পথ ছেড়ে সহজ পথে নগদ প্রাপ্তিলাভের মোহের টানে আদর্শ থেকে সরে যায়। তবে এটা বামপন্থার পূর্ণ চিত্র নয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : বাম দলগুলোর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

কমরেড খালেকুজ্জামান : আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার সাথে বামপন্থার রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। বুর্জোয়া দল এবং শক্তিগুলি যে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা হয় ছেড়ে দিয়েছে নয়তোবা ধারণ করতে অপারগ হয়ে পড়েছে তা খুবই পরিষ্কার এবং দিনে দিনে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দেয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : আপনার দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম কেমন চলছে?

কমরেড খালেকুজ্জামান : আমাদের দল করোনা মহাদুর্যোগেরকালেও জনসেবা ও জনস্বার্থকেন্দ্রিক কার্যক্রম যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এ্যাম্বুলেন্স তৈরি করে হাসপাতালে রোগী আনা-নেয়া, বাড়ি বাড়ি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়া, বিনামূল্যে পণ্য বিতরণের 'মানবতার বাজার' খোলা, 'কমিউনিটি কিচেন' করে দুঃস্থ মানুষদের খাওয়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য 'অদম্য পাঠশালা' চালু রাখা, বন্যা দুর্গত এলাকায় প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য হলেও ত্রাণ ও লঙ্গরখানা খোলা এবং পাশাপাশি শ্রমজীবীদের চাকরি চ্যুতি, বকেয়া বেতন ভাতা আদায়, ২৬টি পাটকল বন্ধ, নারী-শিশু নির্যাতন ও দুর্নীতি বিরোধী নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহতভাবে চলছে। দলগত এবং জোটগতভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও গণদাবি আদায়ের তৎপরতা চালিয়েছি। পাটকল রক্ষার যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবনা হাজির করে প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুলনায় আমাদের দলের একজন নেতা ও বাম জোটের নেতৃবৃন্দকে কারাবরণ করতে হয়েছে, অন্যদের ওপর চলেছে নির্যাতন। ফলে পরিস্থিতি বিবেচনায় উপযোগী সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আমরা অবিচল রয়েছি। জনগণের মধ্যে দলের সাংগঠনিক, আদর্শিক ও সংগ্রামী চেতনা-শক্তির বিকাশ সাধনই আমাদের নিকট ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : বাম দলগুলো রাষ্টীয় ক্ষমতায় আসতে পারছে না কেনো?

কমরেড খালেকুজ্জামান : বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতা দখল আর বামপন্থি তথা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতায় যাওয়া এক সমীকরণে দেখা চলে না। টাকা, পেশিশক্তি, কায়েমি স্বার্থবাদী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রচারশক্তি, জাতীয় আন্তর্জাতিক শক্তির নানামুখী মদদ, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়িসহ যখন যেমন তখন তেমন পশ্চাদমুখী নিম্নগামী সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদির উপর ভর করে বুর্জোয়া দল বা জোট ক্ষমতায় আসে। অন্যদিকে সমস্ত পশ্চাৎমুখী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবচেতনা ও শক্তিকে মোকাবিলা করে জনগণের সংগ্রামী শক্তির উপর দাঁড়িয়ে বামপন্থি শক্তিকে ক্ষমতায় আসতে হয়। সমাজতন্ত্র ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি হলেও সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়া দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরীক্ষা জয়ী সময় সাপেক্ষ বিষয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন : বাম দলগুলোর ভোট দিন দিন কমছে কেন?

কমরেড খালেকুজ্জামান : দিনে দিনে ভোটই যখন নাই হয়ে যাচ্ছে, তখন বামপন্থীদের ভোটের হিসাব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

বাংলাদেশ প্রতিদিন : দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবেন?

কমরেড খালেকুজ্জামান : দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সমস্ত দিক থেকে ঘিরে ধরা সার্বিক বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, অনিয়ম ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কবলে পতিত। আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক-পারিবারিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, আইন-বিচার ব্যবস্থা ও বিচার প্রক্রিয়া, শাসন-প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প-পরিকল্পনা সবক্ষেত্রে ধস নেমেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত-অপ্রত্যাশিত, লোমহর্ষক, হৃদয়বিদারক ঘটনা-দুর্ঘটনা যেন সারি বেঁধে একটার পর একটা ঘটে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ যেন হারিয়ে গিয়ে হানাদার রাজাকার কবলিত বাংলাদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর এ দৃশ্য দেখার কথা ছিল না। পারস্পরিক দোষারোপ, উদর পিণ্ডি বুঁধোর ঘাড়ে চাপানোর প্রতিযোগিতা ঝড়ের গতিবেগ পাচ্ছে। সে তুলনায় দায় নিয়ে দায়িত্ব পালনের আগ্রহ কিংবা চেষ্টা কম। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের বদলে আত্মতুষ্টি ও প্রদর্শনবাদীতা দিনরাত্রির বোলচালে পরিণত হয়েছে। পেটে ক্যান্সার পুষে হাত-পা ও আঙুল-নখ এর স্বাস্থ্য প্রদর্শনে যে শেষ রক্ষা হয় না, তা নিয়ে কোন পরোয়া নেই। 'উন্নয়নের বাজনা বাজিয়ে নেতা নেত্রীর বন্দনা গীত গাও আর যেদিক থেকে যেভাবে পার পকেট পুরাও' চলছে বেপরোয়াভাবে। মাঝে মধ্যে ছন্দ পতন হলেও থামছে না। মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা, ঘোষণা, অঙ্গীকার, চেতনা সবই উপেক্ষিত চরমভাবে।

যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক ন্যায় বিচারের ঘোষণা দিয়ে-মুক্তির জনযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সাম্যের বদলে বৈষম্যের পাহাড় তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানি ২২ পরিবারের স্থলে বাঙালি ২২ হাজার পরিবার গজিয়েছে। করোনাকালে সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের যখন আয় কমেছে, চাকরিচ্যুতি-কর্মহীনতা বাড়ছে তখনই দেখা গেল বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব মতে ১ লাখ ১৯ হাজার কোটিপতির সঙ্গে ৩ হাজার ৪১২ করোনা কোটিপতি নতুন করে যুক্ত হয়েছে। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ব্যাংক একাউন্টে গড় সঞ্চয় ৬২৫ টাকা মাত্র। অথচ অতিধনী বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম। মানবিক মর্যাদার কথা বলা বাহুল্য। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, তারা জীবন মান-মর্যাদা রক্ষার আতঙ্কে দিন গুজরান করে। আর মানুষ যতো দরিদ্র ততো মর্যাদা বঞ্চিত। জান-মালের নিরাপত্তা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে মর্যাদার প্রশ্ন অবান্তর। আর ন্যায় বিচারের কথা না বলাই ভালো। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সবই প্রশ্নবিদ্ধ। গণতন্ত্র তো দূরের কথা ভোটতন্ত্রই তো রক্ষা করা যাচ্ছে না। পার্লামেন্ট থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত প্রায় ৬৬ হাজার কথিত জনপ্রতিনিধি রাতের ভোটে, টাকার জোরে, বাহুবলে, ক্ষমতার দাপটে ও প্রভাবে, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কারসাজিতে নির্বাচিত হয়ে যান। সমাজতন্ত্রের কথা লিপিবদ্ধ রেখেই চালানো হচ্ছে মুক্তাবাজারি লুটপাটের অর্থনীতি। সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেয়ার জন্য সংবিধানে বিসমিল্লাহ্ আর রাষ্ট্রধর্মের ব্যানার ঝুলিয়ে দাবি করা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার। নিকট ও দূরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে দাবি করা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের। এক কথায় যা চলছে তা চলতে দিলে এমন বিপর্যয়ের খাদে গিয়ে দেশ পড়বে যা থেকে উদ্ধার পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।

সামরিক-বেসামরিক স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসনে আর দোল না খেয়ে প্রয়োজন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। এই মুহূর্তে তা সম্ভব না হলেও বড় ধরনের মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। এ বিষয়ে অন্যত্র আমাদের আলোচনা রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বুর্জোয়া অর্থেও গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে আমলাতন্ত্র, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক স্বায়ত্ত্বশাসিত, আধা সায়ত্ত্বশাসিত সকল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আচার-আয়োজন-উদ্যোগসহ সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন দরকার। আমলাতন্ত্র এখন কামলাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তারা গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারী না হয়ে সরকারি দলের কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে। পুলিশ বাহিনী ১৮৬১ সালের ব্রিটিশ নির্মিত পেটোয়া লাঠিয়াল বাহিনীর আদলে পরিচালিত। বিচার ব্যবস্থাকে এখনও নির্বাহী কর্তৃত্বমুক্ত করা যায়নি। নির্বাচন কমিশন সংবিধান বর্ণিত আইনগত ভিত্তির ওপর ৪৯ বছরেও দাঁড়াতে পারেনি বরং তামাসার ও উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতির ২০ তলা ভবনের' ২/৩ তলার বেশি উঠতে পারে না। মাঝে মধ্যে ৪/৫ তলায় উঁকি ঝুঁকি দেয়, ডাকার বেলও টেপে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অভিযোগপত্র মানপত্রে পরিণত হয় অথবা ফাইল চাপা পড়ে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও নির্বাহী শক্তির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা দড়ির টানে বাঁধা আর চলতে চলতে অভ্যাসগত স্বেচ্ছাসমর্পণে নিবেদিত কিংবা বাধ্য। পার্লামেন্ট এখন ব্যবসায়ীদের ক্লাবে পরিণত। তাই এখন প্রয়োজন প্রশাসন-প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে নির্বাচনে যাওয়া। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তত ৫টি ক্যাটেগরির লোককে নির্বাচন অযোগ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

১. বিদেশে টাকা ও সম্পদ পাচারকারী ২. ঋণ খেলাপি ও ঋণ অবলোপনকারী ৩. ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া অথবা স্বচ্ছ হিসাব দিতে অক্ষম ব্যবসায়ী ৪. দ্বৈত নাগরিক ৫. অনুপার্জিত সম্পদের মালিক। আরও বহুমুখী সংস্কার বিবেচনায় রেখে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ও চেতনার ভিত্তি ও গতিমুখে শাসনকার্য পরিচালনা করা আজ সময়ের দাবি। সংকট উত্তরণে এর বিকল্প নেই বিধায় গণঐক্য ও গণসংগ্রাম জরুরি।